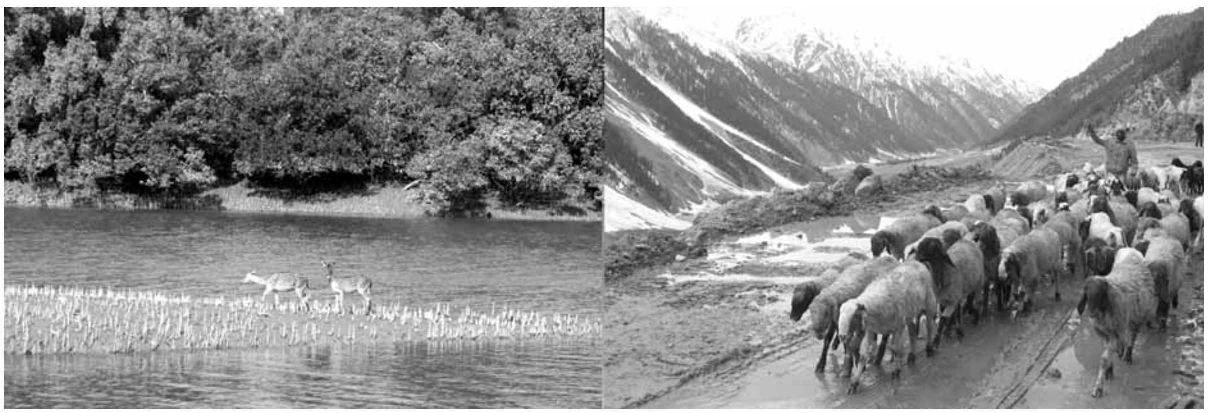
নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের গুরুত্বপর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

Important Economic Issues in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের গুরুত্বcÝ খাতসমূহে (যেমন– কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য) উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক LvZmg‡ni m¤úmviY করে, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব `ixKi‡Yi মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব।



আশা করা যায়, এ অধ্যায় পাঠশেষে আমরা–

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের m¤úK ব্যাখ্যা করতে পারব
- উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারব
- বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ¯Íi চিহ্নিত করতে পারব
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাmg‡ni তালিকা c¯ÍZ করতে পারব
- বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতি, কারণ এবং প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
- মানবm¤ú‡`i ধারণা বর্ণনা করতে পারব
- জনসংখ্যা কীভাবে দেশের m¤ú‡` পরিণত হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারব

৯.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন (Economic Growth and Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারণা দুটি এক মনে হলেও আসলে এক নয়। এই শব্দ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

৯.১.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে একটি দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধিকে বোঝায়। সাধারণত কোনো দেশের মোট দেশজ উৎপাদ বা মোট জাতীয় আয়ের অব্যাহত বৃদ্ধির প্রক্রিয়া দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

৯.১.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে অর্থনীতির সামগ্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে বোঝায়।

অতএব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে বুঝতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এ জন্য লেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন।

কাজ : প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

৯.২ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed, Less Developed and Developing Countries)

উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য প্রায় এক রকম হলেও ধারণাগত দিক থেকে এদের ভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

৯.২.১ উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed Countries)

উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমহ নিম্নরূপ :

১. **ভূমি ও প্রাকৃতিক** m¤ú` **:** উন্নত দেশ পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক m¤ú‡` সমৃদ্ধ। এসব দেশে ভূমি ও প্রাকৃতিক m¤ú‡`i সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ হয়। উন্নত দেশ যেমন, আমেরিকা, জাপান, ইউরোপের দেশগুলো ভূমি ও প্রাকৃতিক m¤ú‡`i সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু সংরক্ষণ করে আজ উন্নত বিশ্বের নেতৃত্ব দান করছে।

২. **মলধন গঠন :** gjab গঠন অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রাথমিক শর্ত। উন্নত অর্থনীতি এ শর্ত ciY করে। অথনীতিতে সঞ্চয় বৃদ্ধির দ্বারা মূলধন গঠন করা হয়। এই mঞ্চq বিনিয়োগ করা হয়।

৩. **দক্ষ জনশক্তি :** যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি একান্ত প্রয়োজন। কোনো দেশে প্রাকৃতিক m¤ú`, gjab ইত্যাদি পর্যাপ্ত থাকলেও যদি দক্ষ জনশক্তি না থাকে তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না। উন্নত দেশ দক্ষ জনশক্তি গঠনে বিশেষ নজর রাখে। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

৪. **উদ্যোক্তার ভমিকা :** রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে উন্নত দেশে উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগ ও উৎপাদনে এগিয়ে আসে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী সমাগত হয়। যা অনুন্নত দেশে সম্ভব হয় না।

৫. **কারিগরি জ্ঞান :** বর্তমানে উন্নত দেশে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বৃদ্ধির g‡j রয়েছে কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি। যে দেশ কারিগরি জ্ঞানে যত বেশি উন্নত সে দেশের অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উন্নত দেশে মানুষ উন্নত কারিগরি জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশে এনেছে এবং এই প্রকৃতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করছে।

৬. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। যে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই সে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ev¯Íevqb হয়। উন্নত দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৭. **পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নয়ন :** যেখানে পরিবহন ব্যবস্থা যত বেশি উন্নত সেখানে তত বেশি উৎপাদন ও উন্নয়ন হয়। কারণ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ বাড়ে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৮. **দক্ষ প্রশাসন :** উন্নত দেশ সবসময় মনে রাখে যে সুষ্ঠু ও দক্ষ প্রশাসন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য উন্নত দেশ প্রশাসনিক দক্ষতার উপর বিশেষ নজর রাখে।

কাজ : উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

৯.২.২ অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Less Developed Countries)

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ অনুন্নত। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক এসব অনুন্নত দেশে বসবাস করে। অনুন্নত দেশের ^ewkó¨mgn নিম্নরূপ :

১. **কম উৎপাদনশীল কৃষিখাত :** অনুন্নত দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। বেশির ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত ও কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি সনাতনী।

২. **কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি :** এসব দেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে আসে।

৩. **বেকারত্ব :** অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হওয়ায় ছদ্মবেশী ও মৌসুমী বেকারত্ব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৪. **কম মাথাপিছু আয় :** অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় ও mÂq কম। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়।

৫. **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র :** অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে mÂq কম হয়। mÂq কম হওয়ায় বিনিয়োগও কম হয়। মূলধনও কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে।

৬. **জনসংখ্যাধিক্য :** বেশির ভাগ অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় কম। জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে খাদ্য, e¯¿, বাসস্থান, শিক্ষা, যানবাহন, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সন্তোষজনকভাবে করা যায় না।

৭. **ভূমি ও প্রাকৃতিক m¤ú‡`i ব্যবহার :** অনুন্নত দেশ প্রযুক্তি ও কৌশল পরিবর্তন করে ভূমি ও প্রাকৃতিক m¤ú‡`i যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেগবান হয় না।

৮. **অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা :** অনুন্নত দেশের পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত থাকে। ফলে মালামাল স্থানান্তরে বিঘ্ন ঘটে। উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়। উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না।

৯. **ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য :** অনুন্নত দেশগুলো শিল্পে উন্নত না থাকায় এসব দেশ কৃষিজাত পণ্য, কাঁচামাল, প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। যেসব কৃষিপণ্য উপকরণ হিসাবে কম g‡j¨ বিদেশে রপ্তানি করে, সেই কৃষিপণ্য শিল্প পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে অধিক g‡j¨ এসব দেশে আমদানি করা হয়। ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে।

১০. **অনুন্নত শিল্প কাঠামো :** অনুন্নত দেশে শিল্প কাঠামো সেকেলে এবং বৃহদায়তন gjab¨ শিল্প খুব কম। অনুন্নত শিল্প কাঠামোতে শ্রমিক নিয়োগ কম এবং শ্রমিকদের দক্ষতাও কম।

কাজ : অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

৯.২.৩ উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developing Countries)

উন্নয়নশীল দেশের কয়েকটি গুরুতcY বৈশিষ্ট্য :

১. **অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা :** দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খাদ্য, e¯¿, বাসস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি থেকে আসে। কৃষিক্ষেত্রে পুরনো আমলের জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারে চাষাবাদ হয়। কৃষিতে বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব লেগেই থাকে। কৃষিপণ্যের g‡j¨i অস্থিতিশীলতা উৎপাদন ব্যবস্থাকে e¨vnZ¯Í করে।

২. **মাথাপিছু আয় :** উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় কম।

৩. **অধিক জনসংখ্যা :** উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হয়।

৪. **মলধনের স্বল্পতা :** উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম। কাজেই mÂ‡qi পরিমাণ কম হয়। কম mÂq gjab গঠনের পথে অন্তরায়।

৫. **প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশ :** উন্নয়নশীল দেশ প্রধানত প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়।

৬. **শিল্পের অনগ্রসরতা :** উন্নয়নশীল দেশসমূহ কৃষিপ্রধান হওয়ায় শিল্পের প্রসার কম।

৭. **বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি :** উন্নয়নশীল দেশে প্রতি বছর রপ্তানির মাধ্যমে যে পরিমাণ আয় আসে তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানির মাধ্যমে ব্যয় হয়। ফলে এ দেশকে প্রতি বছর বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়।

৮. **উদ্যোক্তার অভাব :** উন্নয়নশীল দেশে পণ্যসামগ্রী বেশির ভাগই কৃষি থেকে প্রাপ্ত। এসব পণ্যের মূল্যের উত্থান-পতন হয় বেশি। পণ্যের মূল্য উত্থান-পতন হওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তার অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৯. **অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা :** উন্নয়নশীল দেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত ও ব্যয়বহুল।

১০. **বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা :** উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রায় পুরোটাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।

১১. **উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর :** উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে। কোনো কোনো দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি করছে যেমন, চীন, ভারত ও মালয়েশিয়া। আবার কোনো কোনো দেশে উন্নয়নের গতি অতি মন্থর যেমন, আফ্রিকার অনেক দেশ।

কাজ : বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন ধরনের, নির্ধারণ কর।

৯.৩ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ (Obstacles to Economic Development of Bangladesh)

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে না।

১. **কৃষির উপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও কৃষির উৎপাদিকা শক্তি কম। কৃষির উন্নয়ন জরুরি হওয়া সত্ত্বেও এর অগ্রগতি মন্থর।

২. **অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। কৃষি পণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল।

৩. **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম থাকায় সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার তুলনামূলকভাবে কম। ফলে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না।

৪. **উদ্যোক্তার অভাব :** উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও সক্ষম উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। উদ্যোক্তার অভাবের কারণে প্রাপ্ত সঞ্চয় ও মূলধন উৎপাদনী খাতে কম ব্যবহার হচ্ছে। আবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে চায় না এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ না থাকার কারণে উদ্যোক্তা এগিয়ে আসে না।

৫. **অধিক জনসংখ্যা :** বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের বড় অংশ এই জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় হয় বিধায় উন্নয়নে বাধা হিসাবে কাজ করছে।

৬. **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র :** বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র। অধ্যাপক নার্কস-এর মতে, একটি দেশ গরিব কারণ সে দেশ দরিদ্র। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো উৎপাদন কম, আয় কম চাহিদা ও সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম ও মূলধন গঠন কম।

৭. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতা রয়েছে। এ অবস্থা অধিকতর দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়। শুধু তা-ই নয়, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাও এতে ব্যাহত হয়।

৮. **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সম্র্যুর্কের উপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশের অসম প্রতিযোগিতা ও নানা শর্তের কারণে বাংলাদেশ প্রায়শ প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে বিদেশি সাহায্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিদেশিদের প্রভাব আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে।

৯. **বাজার দুর্বলতা :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সর্বত্র বাজার দুর্বলতা বিরাজমান। সচেতনতার অভাব, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, অর্থায়নের অভাব ইত্যাদি কারণে বাজার দাম উৎপাদকের জন্য লাভজনক হয় না।

১০. **প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা :** উন্নত প্রযুক্তির অভাব, আমদানিকৃত প্রযুক্তি ব্যয়বহুল এবং ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয় না।

১১. **কর্মমুখী শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব :** কর্মমুখী শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এখনও বি¯াির পরিমাণে গড়ে ওঠেনি। আর এজন্য উৎপাদন খাতসমূহ উৎপাদনের মাত্রায় পিছিয়ে আছে।

কাজ : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি কর।

৯.৪ বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম (Development Programmes of Non-government Organisations)

বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরো ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা¯াবায়নে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও কাজ করছে। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান এনজিও হ"Q ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, শক্তি ফাউন্ডেশন, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাস, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (SFSS) ও বাংলাদেশ ব্যুরো।

১. **বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) :** ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হলো ব্র্যাক। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত মহিলা ও মেয়েদের জন্য সংস্থাটি দেশের ৭০ হাজার গ্রাম এবং ২০০০ ব¯িতে কাজ করে থাকে। সংস্থাটি ঋণদান কর্মসচি ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, অতি দরিদ্র, চরবাসী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধাভোগী ৮০,৫৪,৪১৫ জনের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৭৬,১৪,৩২৬ জন।

২. **স্বনির্ভর বাংলাদেশ :** স্বনির্ভর বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ১৯৭৫ সালে। শুরুতে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সংযুক্ত সেল হিসাবে কাজ করে। বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসাবে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ শুরু করে ১৯৮৫ সালে। আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং পিকেএসএফের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ১,০৪,৪৬১ কোটি টাকা ১৬,০৬,১৪৪ জন বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে এবং ঋণ আদায় হয়েছে ৮৪,২৫৬ কোটি টাকা। এতে প্রায় ৮০,৩০,৭২০ জন লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়।

৩. **প্রশিকা :** ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রামে কাজ শুরু করে। প্রশিকা সমিতির সদস্যদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিবেশ সম্মত কৃষি, সেচ, পশুসম্পদ বৃদ্ধি, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, বসতবাড়িতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি খাতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৪৪৯৫ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়ে ১ কোটি ২৩ লক্ষ মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

৪. **আশা :** আশা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসচি পরিচালনা করে আসছে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থার মধ্যে আশা হচ্ছে সর্বনিম্ন ব্যয়ে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের একমাত্র সংস্থা। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের শেষ নাগাদ আশা বাংলাদেশে ৪১,১২১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৩৭,৪৭৯ কোটি টাকা আদায় করে।

৫. **শক্তি ফাউন্ডেশন :** ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুস্থ মহিলাদের এ সংস্থা ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে। জুন ২০১০ পর্যন্ত ঋণ বিরতণ করে ৫১৩.৮৯ কোটি টাকা এবং আদায় করে ৪১৩.৯৬ কোটি টাকা।

৬. **টিএমএসএস :** ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে বড় সংগঠন। এই সংগঠন মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের অশিক্ষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত এবং ০.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিকরা এ সংস্থার সদস্য। জুন ২০১০ পর্যন্ত এ সংস্থা বিতরণ করে ৩৮৮৮.০২ কোটি টাকা এবং আদায় করে ৩৪৫৭.০৮ কোটি টাকা।

৭. **এসএসএস (সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস) :** সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারীপুরুষ ও শিশুদের দরিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।

৮. **ব্যুরো বাংলাদেশ :** দেশের ৪২ জেলার ২৪৫টি থানার ১১৪৯টি ইউনিয়নের ৯০২৬টি গ্রামে সংস্থাটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, পানি/পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৯.৫ দারিদ্র্য (Poverty)

দারিদ্র্য দেশ ও দেশের মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। সুতরাং দারিদ্র্যের ধারণা, পরিমাপ, প্রবণতা এবং কীভাবে দারিদ্র্য নিরসন করা যায় সে বিষয়ে জানা দরকার।

৯.৫.১ দারিদ্র্য ধারণা (Concept of Poverty)

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা এক কথায় বলা কঠিন। তবে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে দারিদ্র্যের ধারণা ¯úষ্ট হয়ে ওঠে। যে দেশের জনগণ পরিবর্তিত পার্শ্বপরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম নয়, প্রতিকূল প্রকৃতি যেমন বন্যা, খরা, সম্পদের অপ্রতুলতা এবং সম্পদের অসম বণ্টন ও অসম উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা রাখে, এ অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে। তথ্যগত দিক থেকে যে দেশের জনগণ বেশির ভাগ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে তাদেরকে গণদারিদ্র্য গোষ্ঠী বলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ ২০১০ সালের আয়-ব্যয় জরিপ মতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশ এবং ২০০৫ সালের জরিপ মতে জনগোষ্ঠীর ৪০.০ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ১৯৯১-৯২ সালে দেশে দরিদ্র ছিল ৫০.১ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে এখনও বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায়।

সারণি-১

ক্যালরি গ্রহণভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্র্যের ধরন		১৯৯৫/৯৬	২০০৫	২০১০
দারিদ্র্য	জাতীয়	৫০.১	৪০.০	৩১.৫
	পল্লী	৫৪.৫	৪৩.৮	৩৫.২
	শহর	২৭.৮	২৮.৪	২১.৩
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	৩৫.২	২৫.১	১৭.৬
	পল্লী	৩৯.৫	২৮.৬	২১.১
	শহর	১৩.৭	১৪.৬	৭.৭

৯.৫.২ বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি (Poverty Measurement in Bangladesh)

বাংলাদেশে বর্তমানে মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা দরিদ্র পরিমাপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত (non-food) ভোগ্যপণ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অধ্যায়ে মূলত বিবিএস পরিচালিত আয় ও ব্যয় জরিপ ১৯৯৫/৯৬, ২০০৫ এবং ২০১০-এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ক. দারিদ্র্যের গতিধারা

১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে (CBN D"P দারিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) দারিদ্র্যের হার ৫০.১ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে অর্থাৎ দারিদ্র গড় বার্ষিক ৩.৩ শতাংশ হারে হ্রাস পায়। তবে দারিদ্র্যের হার পল্লি এলাকায় অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে (গড় বার্ষিক ৩.১% হারে)। অপরদিকে, শহর এলাকায় একই সময়ে দারিদ্র হ্রাস পায় গড় বার্ষিক ১.৯ শতাংশ হারে। এই সময়কালে চরম দারিদ্র আরো দ্রুত হারে অর্থাৎ গড় বার্ষিক ৪.৮ শতাংশ হারে হ্রাস পায়।

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ১৯৯৫/৯৬, ২০০৫, ২০১০

৯.৫.৩ দারিদ্র্য নিরসনে গৃহীত কার্যক্রম (Programmes Adopted for Poverty Alleviation)

বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে বিভিন্ন Kgm©wP রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য নিরসনের আওতায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপmgn গ্রহণ করেছে।

১. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসচি

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধা ewÂZ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের gjavivq m¤ú³ করা n‡"Q সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ৬৪টি Kgm©wP/কার্যক্রম ev¯ÍevqZ n‡"Q| এ mg¯Í কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান (বিশেষ ও বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ Kgm©wP ও বিভিন্ন তহবিল। এ mg¯Í কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২২,৫৫৬.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাতা বাবদ ৪,৮৩০.৬৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসচিসমহের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

(ক) নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা);

(খ) নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ);

(গ) খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম;

(ঘ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এবং

(ঙ) দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন তহবিল।

ক. নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসচির অধীনে কার্যক্রমসমহ :

১. **বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন এ Kgm©wPi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা হারে ০.২৫ কোটি ভাতাভোগী উপকৃত হচ্ছে।

২. **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম :** গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ Kgm©wPi অধীনে ২০১১-১২ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে এ বাবদ ৩৩১.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৩. **মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম :** এ Kgm©wPi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার জন মুক্তিযোদ্ধার জন্য ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২০০০ টাকা রাখা হয়েছে।

৪. **মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসচি :** মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিআরডিবির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ এবং বিবিএস এর আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০

পরিচালনা করছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিআরডিবির অনুকূলে ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা ছাড় করা হয়। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় ২৩৯১৪ জন Am"Qj মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ Kgm~Pi লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থাbgjK কর্মকাণ্ডের উপযোগি দক্ষ মানব m¤ú` হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ডিসেম্বর ২০১১ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির অনুকূলে ৩৫.০৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

৫. **এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও পুনর্বাসন তহবিল :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এসিড নিক্ষেপের ফলে নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য গঠিত এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল চালু করেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ তহবিলে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং বিতরণ করা হয়।

৬. **অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে এ KgmyP e¨¯Íevq‡bi দায়িত্বে রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ১০২.৯৬ কোটি টাকা এবং জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত ৫১.৪৮ কোট টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতা ৩০০ টাকা হারে ২.৮৬ লক্ষ প্রতিবন্ধী উপকৃত হচ্ছে।

৭. **দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা :** দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ Kgm~Pi অধীনে ২০১১-১২ অর্থবছরে দারিদ্র্য ম্যাপ অনুযায়ী ১০২০০ জন ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। সে লক্ষ্যে এই অর্থ বছরে ৪২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকালীন ভাতা বাবদ ৩২.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৮. খাদ্য সাহায্য কর্মসচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসচির অগ্রগতি

ক. **কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসচি :** খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন এ Kgm~Pi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়।

খ. **ভিজিডি :** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন এ Kgm~Pi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭৪৯৬৮৯ জন উপকারভোগীকে ৩০ কেজি খাদ্য সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ২ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গ. **ভিজিএফ :** খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন Kgm~Pi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একই অর্থবছরে টি আর কর্মসূচির আওতায় ৪.১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

৯. **দারিদ্র্য বিমোচনে cïm¤ú` খাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসচি :** পশুসম্পদ খাতের উন্নয়ন কৃত্রিম প্রজনন Kgm~P Ges দুগ্ধ খাতে পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে ডেইরী খামার স্থাপনের জন্য অনুদান দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, cïm¤ú` উন্নয়ন কেন্দ্র হতে ক্ষুদ্র খামারী ও কৃষকগণকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১০. **দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্যখাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসচি :** মৎস্য খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সরকার মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন, মানব m¤ú‡`i উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, মৎস্য ব্যবস্থাপনা (বদ্ধ, মুক্ত ও

সমাজভিত্তিক এবং সামুদ্রিক), মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন e¨¯Íevqb, জাটকা সংরক্ষণ এবং মৎস্য গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করে।

১১. গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ন তহবিল : গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭-৯৮ সময়ে প্রথম বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১৯০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১১৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ছাড়করণ এবং ৪৬ হাজার ৬১টি গৃহ নির্মাণ m¤úb্ন হয় যাতে উপকারভোগীর সংখ্যা ২.৩০ লক্ষ। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১১-১২ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৫,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ১০৪.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

১২. দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক : বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে উৎপাদনমুখী এবং আয় বর্ধক কর্মকাÊে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক কাজ করছে। এ ব্যাংক কর্তৃক মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়ের হার ৯২%।

১৩. আশ্রয়ণ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প : বাংলাদেশে N~YSo আক্রান্ত ও গৃহহীন, ¯Qbgj হতদরিদ্র প্রায় ৫০ হাজার পরিবারকে আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৭১৬ কোটি টাকা ব্যয় বিশিষ্ট আবাসন প্রকল্প গৃহীত হয়। আশ্রয়ণ-২ নামে ২০১০ জুন থেকে ২০১৪ মেয়াদে ১১৬৯ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে আরো একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার e¨¯Íevqb চলছে।

১৪. দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম : সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনেও ভূমিকা রাখে।

১৫. দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) : দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার করে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সরকার একটি নিশানা খাত (Thrust Sector) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

১৬. পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসচি : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন অবকাঠামো DbqbgjK প্রকল্প, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট, প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র, গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে, যা গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১৭. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর উদ্দেশ্য হলো পল্লী AÂ‡ji সুবিধা e¯ÂZ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কার্যকরি ঋণ প্রদান Kgm~P, দক্ষতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

১৮. নতুন প্রকল্প : ২০১০-১১ সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনে কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। (ক) অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ (বরাদ্দ ১১ কোটি টাকা)। (খ) সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন (বরাদ্দ ৯.৪২ কোটি টাকা)। (গ) ধান, গম, ভুট্টার উন্নত বীজ উন্নয়ন (বরাদ্দ

১০৯.৭৩ কোটি টাকা)। (ঘ) আইনগত পদোন্নতি এবং সামাজিক নিয়োগ– Promotion of legal and social employment (বরাদ্দ ২১.১৪ কোটি টাকা)।

৯.৬ বেকারত্ব (Unemployment)

৯.৬.১ বেকারত্বের সংজ্ঞা (Defintion of Unemployment)

কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে B"QK, কিন্তু কাজ পায় না– এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে। একজন বেকারের মধ্যে নিচের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

(১) মজুরিভিত্তিক কোনো কাজ পায় না,

(২) প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে B"QK,

(৩) আয় উপার্জন থেকে eWঞ্চZ,

(৪) আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে।

৯.৬.২ বেকারত্বের গতিপ্রকৃতি (Trend of Unemployment)

বেকারত্বের প্রকৃতি :

১. **মৌসুমি বেকারত্ব :** প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে এ ধরনের বেকারত্ব হয়। যেমন ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক বা গ্রামীণ শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে eWÂZ হয় সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে।

২. **ছদ্মবেশী/c"Qb বেকারত্ব :** কৃষিখাতে আপাত দৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষি কাজে নিযুক্ত ঐসব লোকের মধ্যে অনেকেরই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য বিশিষ্ট লোককে c"Qb বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে। যেমন ধরা যাক, একজন কৃষকের দুই বিঘা জমি আছে। সে একাই ঐ জমিতে চাষবাস করে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। এখন যদি তার দুই ছেলে বাবার সঙ্গো ঐ জমিতে চাষের কাজে নিযুক্ত হয় তাহলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে তিনজন লোক কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে ঐ কৃষক একা যা উৎপাদন করত দুই ছেলেসহ উৎপাদনের পরিমাণ একই হয়। অতএব দেখা hv‡"Q অতিরিক্ত দুজন লোকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা kb¨| এর কারণ হলো তিনজন লোক একজনের কাজকে ভাগ করে wb‡"Q| সুতরাং এই দুজন শ্রমিককে c"Qb বেকার বলে অভিহিত করা হয়। তাহলে c"Qb বেকারত্ব হলো সেই অবস্থা যেখানে শ্রমিক আপাত দৃষ্টিতে কাজ করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা kb¨|

৩. **স্থায়ী বেকারত্ব :** যে শ্রমিক বছরে কোনো সময় কাজ পায় না, তাকে স্থায়ী বেকার বলে। এ ধরনের বেকারত্ব বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। গ্রামীণ জনসাধারণের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি সারা বছর বেকার থাকে না। কর্মক্ষম লোক বছরের কোনো না কোনো সময় কম-বেশি কাজ করেই থাকে। বাংলাদেশের গবেষক ড. বরকত-ই-খুদার গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, e¨¯Í মৌসুমে পুরুষদের মাত্র ১৩% এবং মহিলাদের মধ্যে মাত্র ১৮.৮% মানুষ বেকার থাকে। তবে এসব মানুষ বছরের অন্য কোনো না কোনো সময় কম-বেশি কাজ করে।

৪. **মহিলা বেকারত্ব :** গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় (সংসারী) মহিলারা বেকার কম থাকে। তারা সাধারণত ফসল বপন ও কর্তন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় e¨¯Í থাকে। কারণ মহিলারা বাহ্যিক কাজ না করলেও ঘরের রান্না-বান্না, ধান সহ অন্যান্য ফসল শুকানো, যত্ন সহকারে রাখা, সন্তান লালন-পালন, ইত্যাদি সকল কাজ নিয়ে বছরের সব ঋতুতেই e¨¯Í থাকে। এ সংসারী মহিলার প্রায় ৯৫% কর্মে নিয়োজিত থাকে।

বিবাহিত কিন্তু কৃষি কাজসহ সংসারের কাজের সাথে জড়িত নয়, শহর-গ্রাম মিলে এমন বেকারি মোট সংসারী বিবাহিত মহিলা ৩০%। আবার কাজ করার সময় হয়েছে কিন্তু বিবাহিত নয়, বা বিবাহিত হলেও সংসারের গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থার সাথে জড়িত নয় এমন বেকারের সংখ্যা মোট কর্মক্ষম মহিলার ১৫% - ২০%।

সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণের কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কাজ কম থাকায় উপরিক্ত বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা দেয়।

১৫.৫ বেকারত্ব নিরসন (Reduction of Unemployment)

বেকার সমস্যা সমাধান করতে কৃষি ও অকৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, বহু ফসলী চাষাবাদ এবং কৃষিভিত্তিক নানা কাজকর্ম যেমন– গবাদি পশু পালন, বনসৃজন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অকৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ iv¯ÍvNvU নির্মাণ, গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, খাল সংস্কার, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, ছোট-খাটো ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব ছাড়াও বেকারত্ব `ixKi‡Yi জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়।

১. **ছদ্মবেশী বেকারত্ব দূরীকরণ :** অনুন্নত দেশের কৃষি ব্যবস্থায় ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান। এই বেকারত্ব নিরসন করার জন্য কৃষিখাতের শ্রমিকের মজুরির চেয়ে শিল্পখাতে শ্রমিকের মজুরি বেশি প্রদান করলে শিল্পখাতে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাবে। আর কৃষিখাত থেকে উদ্বৃত্ত বেকার শ্রমিক শিল্পখাতে স্থানান্তর হবে।

২. **মলধন বিনিয়োগ ও বেকারত্ব দরীকরণ :** উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব নিরসনে নির্দিষ্ট পরিমাণ gjab বিনিয়োগ দ্বারা প্রথমে শিল্পের উন্নয়ন ও পরবর্তীতে শিল্পের যান্ত্রিক কৌশলগত উন্নয়ন করলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

৩. **কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন :** কৃষিখাতে যে সকল ছোট যন্ত্রপাতির দরকার হয় এগুলো কৃষিভিত্তিক অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র শিল্পে c¯ÍZ করা যায়। আর এ ধরনের শিল্প গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে গ্রামীণ বেকারত্ব `i করা যায়।

৪. **আধুনিক কৃষি উপকরণের ব্যবহার :** বাংলাদেশের বেকারত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পর দেখা যায় কৃষিখাতে উচ্চ ফলনশীল (উফশী বীজ) ও আধুনিক সার প্রয়োগ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, f‚gi উন্নয়ন, ইত্যাদির পর নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষিখাতে ১৯৭৫ সালের তুলনায় ২০০০ সালে ৫ মিলিয়ন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। অথচ শিল্পখাতে মাত্র ৩ মিলিয়ন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই বেকারত্ব হ্রাস করা যায়।

৫. **গ্রামীণ ব্যবস্থায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন :** গ্রাম AÂ‡j কৃষি পণ্যে ব্যবহৃত হয় এবং কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে একদিকে শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আরো অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। মোট কথা দেশের বেকারত্ব নিরসন হবে।

৬. কৃষি জমিতে বহু ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা : বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় মৌসুমি ফসল ব্যতীত মাঝখানে অন্য ফসল উৎপাদন বা কৃষি জমিতে একটি ফসল উত্তোলনের পর অন্য ফসল করার উদ্যোগ নিলে কৃষি শ্রমিক বেকার থাকবে না।

৭. ফসলবহির্ভূত চাষাবাদ : বাংলাদেশের বেশির ভাগ AÂ‡j নদী-নালা, খাল-বিল, নিচু জমি রয়েছে। এসব জায়গায় বিভিন্ন জাতের মৎস্য চাষ করা যায়। আর উঁচু অথচ ফসল হয় না এমন জায়গায় হাঁস-মুরগির খামার করে বছরের সব সময় কাজ করার সুযোগ হয়।

৮. অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে কর্মমুখী বাধ্যতামলক শিক্ষানীতি গ্রহণ : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য মাঠ পর্যায়ে ev¯ÍewfwËK ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। দেশের প্রতিটি জেলায় কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করে স্বল্প শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থায় কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

৯. পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ সুবিধা : গ্রামীণ অর্ধ-শিক্ষিত বেকারদের ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রদানের পর তাদেরকে আর্থিক ঋণ সুবিধা প্রদান করলে হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য খামার, গবাদি পশু খামারের মতো প্রকল্প ev¯Íevq‡bi মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন করা যায়। আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমেও গ্রামীণ বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব।

৯.৭ মানবm¤ú` (Human Resource)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবm¤ú‡`i গুরুত্ব খুব বেশি। উন্নয়ন ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন মানবm¤ú‡`i| দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানব m¤ú‡`i gj¨ ZjbvgjKfv‡e বেশি। কাজেই উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশের জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবm¤ú‡`i প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে।

৯.৭.১ মানবm¤ú‡`i সংজ্ঞা (Defination of Human Resource)

জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানব m¤ú` বলে। অর্থাৎ কোনো দেশের ভূমি ও gjab‡K ব¯ÍMZ m¤ú` এবং শিক্ষায় দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রমশক্তিকে মানব m¤ú` বলে। দেশের প্রাকৃতিক m¤ú`¸‡jv‡K কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানব শক্তির যোগান থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য e¯ÍMZ m¤ú` I gvbem¤ú` এ দুটি-ই জরুরি। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবm¤ú` উন্নয়ন বলে। দক্ষ মানবm¤ú` অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুতcY উপাদান।

৯.৭.২ মানব m¤ú` উন্নয়নের পদ্ধতি (Methods of Human Resource Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানব m¤ú‡`i গুণগত মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশে নিচের পদ্ধতিmg‡ni উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. **শিক্ষা :** জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার m¤úmviY প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় Avgj পরিবর্তন করে সকলের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। একজন মানুষ নিরক্ষর থাকতে পারে। কিন্তু অজ্ঞ নয়। তাকে কর্মমুখী শিক্ষাদান করলে মানব শক্তির উন্নয়ন হয়। একজন নিরক্ষর মানুষ ভালো ও দক্ষ চাষী হয়ে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে পেশাগত শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। সুতরাং দেশের সর্বত্র কর্মসংস্থানের উপযোগী কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার। এ উদ্দেশে দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি করা দরকার। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত লোক তাদের অর্জিত জ্ঞান ev¯Í‡e প্রয়োগ করতে পারে।

২. **প্রশিক্ষণ :** শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত দেশের জনবল অধিক উৎপাদনে সক্ষম। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষিত মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানব m¤ú‡`i উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিকে অধিক প্রযুক্তিগত কর্মে প্রয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষিত লোক কোনো কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে।

৩. **জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন :** সুষম খাদ্য গ্রহণ, cwi"Qb পরিবেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মৌলিক উপাদান। দেশের সব নাগরিককে এ অপরিহার্য উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো দরকার। দেশের যেসব মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল ও কর্মবিমুখ, তাদের যেকোনো g‡j¨ চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়।

৪. **খাদ্য ও পুষ্টি :** দেশের জনশক্তিকে Rbm¤ú‡` রূপান্তরিত করতে হলে সুষম খাদ্য ও পুষ্টি m¤ú‡K জনসচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। এ উদ্দেশে দেশের সরকার, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, কৃষক, শ্রমিকসহ প্রত্যেকেই দেশের জনগণকে সচেতন করার জন্য এগিয়ে আসা দরকার।

৫. **উপযুক্ত বাসস্থান :** স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ বাসস্থান মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং পরিকল্পিত উপায়ে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাষ্ট্র থেকে করতে হবে।

৬. **নারীসমাজকে gvbem¤ú‡` রূপান্তর :** শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীসমাজকে কর্মে নিয়োজিত করা জরুরি। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদেরকে ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীসমাজকে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করে gvbem¤ú‡`i উন্নয়ন করা সম্ভব।

৭. gvbem¤ú` **উন্নয়ন পরিকল্পনা :** বাংলাদেশের জনগণের কর্মদক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশে মানবm¤ú` উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার ev¯Íevqb করা দরকার। এ উদ্দেশে প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ মানবm¤ú‡`i উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারণা দাও।

২. প্রবৃদ্ধি কি উন্নয়নের অংশ? বুঝিয়ে লিখ।

৩. অনুন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

৪. উন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ কী?

৬. কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম উল্লেখ কর।

৭. দারিদ্র্য পরিমাপ কীভাবে করা যায়?

৮. বেকারত্বের ধারণা দাও।

৯. বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের নাম উল্লেখ কর।

১০. বেকারত্ব নিরসনের কয়েকটি উপায় উল্লেখ কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারণা দাও। অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? বর্ণনা কর।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? বর্ণনা কর।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় সমূহ বর্ণনা কর।

৪. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ কী? এদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

৫. দারিদ্র্য বলতে কী বুঝ? বাংলাদেশে দারিদ্র পরিমাপ পদ্ধতি আলোচনা কর।

৬. দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭. বেকারত্ব বলতে কী বুঝ? বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতিসমূহের ধারণা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উন্নয়ন কী?

ক. প্রবৃদ্ধির একটি অংশ
খ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
গ. জাতীয় আয় বৃদ্ধি
ঘ. প্রবৃদ্ধির সাথে অন্যান্য বিষয়ের সুফল

২. কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতার ফলে-

i. কৃষক উৎপাদনে অনীহা প্রকাশ করে

ii. প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়

iii. জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারের প্রসার ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

করিম একটি ভাড়াকরা স্কুটার চালান। তিনি এর মাধ্যমে যা আয় করেন তাতে তাঁর সংসার চালিয়ে কোনো অর্থ জমা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি স্কুটার কিনতে অর্থ সঞ্চয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য নতুন একটি স্কুটার ক্রয় করেন।

৩. করিমের অবস্থাটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত?

ক. দারিদ্র্যের গতিধারা খ. দারিদ্র্য বিমোচন

গ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ঘ. দারিদ্র্য হ্রাস

৪. নতুন স্কুটার ক্রয়ের মাধ্যমে করিমের-

i. বেকারত্ব দূর হবে

ii. মূলধন গঠিত হবে

iii. ভোগ বৃদ্ধি পাবে

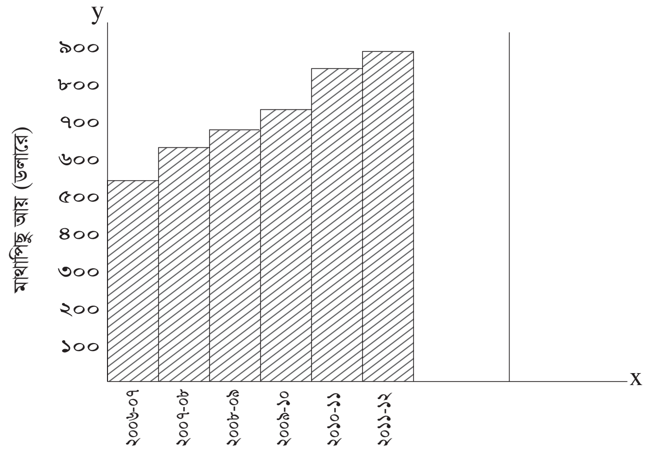
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (জুন/১২)

ক. মানবসম্পদ কাকে বলে?

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. লেখচিত্রে কোন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. লেখচিত্রে প্রদর্শিত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য কোন নিয়ামক শক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।

২. তামান্না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাস করেছে। তার এখনও কোনো চাকুরি হয়নি। ইদানীং সে তার মায়ের পরিচালিত হস্তশিল্পে তার মাকে কাজে সাহায্য করে। মায়ের কাছে থেকে তার সময় ভালো কাটে কিন্তু তাদের হস্তশিল্পের উৎপাদন বা আয় পূর্বের অবস্থায় রয়েছে।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে?

খ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির ব্যাখ্যা কর।

গ. অর্থনীতিতে তামান্নার কাজের ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা’ তামান্নাকে উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে– মূল্যায়ন কর।